দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২...

Sep 21 2007

দশ হাজার স্কুল কলেজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হতে পারে

স্টাফ রিপোর্টার॥ দেশের জেলা পর্যায়ের ১৭০ জন প্রধান শিক্ষককে নিয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তিরা বলেছেন, দেশে এমন ১০ হাজার স্কুল-কলেজ রয়েছে যেগুলো না থাকলে জাতির কোন ক্ষতি হবে না। তাই এ ধরনের প্রতিষ্ঠান রাখা হবে কিনা তা ভেবে দেখা হবে। তাঁরা বলেন, দেশে প্রায় ৩০ হাজার স্কুল-কলেজ রয়েছে। এরমধ্যে ১০ হাজার স্কুল ও কলেজে পড়াশোনা হয়। আর ১০ হাজার স্কুল-কলেজে পড়াশোনার মান মোটামুটি। বাকি যে ১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলো নামসর্বস্ব, নিম্নমানের। কেবল তাই নয়, এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।

শুক্রবার রাজধানীর বিয়াম মিলনায়তনে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্পর্কে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর আয়োজিত এই সেমিনারে শিক্ষাঙ্গনে দুর্নীতি, শিক্ষকদের গাফিলতি, ছাত্রদের অমনোযোগিতা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়। সেমিনারে বক্তৃতা করেন শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ.ন.ম এহসানুল হক মিলন ও শিক্ষা অধিদফতরের ডিজি প্রফেসর আব্দুর রশীদ। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলম। প্রবন্ধ পাঠ করেন দুই প্রধান শিক্ষক র.উ জাহিদ এবং শরমিন ফেরদৌস চৌধুরী।

(৭- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

...ন।

দশ হাজার স্কুল

(প্রথম পাতার পর)

ড. ওসমান ফারুক বলেন, সরকার একটি স্কুল বা কলেজে ৩০জনকে বেতন দেবে কিন্তু পাস করবে পাঁচজন এটা হতে পারে না। এমনকি একটি ছেলে পরীক্ষা দিতে পাঠিয়ে একটিই ফেল করার অসংখ্য নজির রয়েছে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, জনগণের পয়সা এভাবে খরচ করা হবে কিনা তা ভেবে দেখার বিষয়। মন্ত্রী বলেন, ২০০৪ সাল থেকে শিক্ষার মান বাড়াতে নতুন পাঠ্যসূচী চালু করা হবে। শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ঠেকাতে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আদলে কোন কমিশন গঠন করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। এইচএসসি পরীক্ষায় ফল বিপর্যয় হয়নি বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ছেলেমেয়েরা যেমন পরীক্ষা দিয়েছে, যেমন পড়াশোনা করেছে তেমন ফল করেছে।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন শিক্ষার মান পড়ে যাবার কারণ হিসাবে শিক্ষকদের গাফিলতি ও অমনোযোগিতাকে দায়ী করেন। শিক্ষা খাতকে দুর্নীতির আখড়া বলে আখ্যা দিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত সর্বস্তরে দুর্নীতিই নিয়মে পরিণত হয়েছে। সবার লক্ষ্য একটাই, দু'পয়সা হাতিয়ে নেয়া। তিনি আরও বলেন, শিক্ষায় যেমন দুর্নীতি রয়েছে, তেমনি শিক্ষাকে ব্যবসা হিসাবে নিয়েছে অনেকে। তাই শিক্ষার মানসম্মত অবস্থা ফিরিয়ে আনতে প্যাকেজ প্রোগ্রাম হাতে নেয়া হবে।